OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 226 - 232
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পে নারীর অস্তিত্বের সংকট

অন্নপূর্ণা মাহাতো
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : annapurnamahato073@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Literature, Evolution, Narratives, Struggles, Modernization, Bureaucracy, Feminism, Social Issues, Tapan Bandopadhyay, Recognition.

Abstract

Are Women Truly Independent in the Era of Globalization? Can we confidently claim that women have achieved true independence in today's globalized world? The question remains open to debate. Even in contemporary times, women face existential crises, vividly depicted in Tapan Bandopadhyay's stories like Eklabya's Gurudakshina, Ruperhat, and Bibamisha. In society today, women are still expected to handle household chores, while men are groomed for external responsibilities. From childhood, girls grow up bound by numerous societal norms, a restriction rarely imposed on boys.

Literature, often regarded as a reflection of society, captures these realities. Writers consciously embed societal issues into their works, revealing how deeply ingrained these challenges are. As we progress through the 21st century, it is worth questioning whether our mindset has evolved alongside technological and cultural advancements.

Despite achieving higher education, women often find themselves powerless in the face of patriarchal systems. The exploitative tendencies of such societies continue to harm women, as seen in Rabindranath Tagore's Denapaona, where Nirupama becomes a victim of the dowry system. This tragedy resonates in modern incidents, such as the death of a female doctor in Kerala due to dowry-related violence.

Tapan Bandopadhyay's stories highlight various crises surrounding women's existence, shedding light on the struggles they face and the societal barriers they encounter. The focus of this discussion is to evaluate how these literary reflections align with the realities of present-day society.

The question thus remains: has globalization truly empowered women, or do traditional oppressions persist, masked under modern norms? This thought-provoking inquiry continues to challenge societal complacency.

Discussion

ভূমিকা : পরিবর্তনশীলতায় জীবনের ধর্ম। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাহিত্যের দোরগোড়ায় চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে সাহিত্য রচনার শুভ আরম্ভ হলেও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য নব নব রূপ লাভ করে। উনিশ শতকের প্রথমে গদ্য লেখার প্রচলন শুরু হয়, তারপর নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাসের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পালাবদল ঘটে। উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে মূলত গার্হস্থ্য সংসারে টানা পোড়েন, প্রেমের গল্প তা মূলত আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্যের নানান পরিবর্তন, পরিমার্জন দেখা যায়। একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় আরো কয়েকজন স্বতন্ত্র লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, অমিয় ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, অমর মিত্র, অভিজিৎ সেন, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত প্রমুখ কথা সাহিত্যিক। তাঁদের লেখায় সংগ্রামী জীবন চেতনা, প্রেম, প্রেম-হীনতার, যৌনতা, মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থপরতা, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জনজাতির কথা, আমলাতন্ত্রের কথা, জাদুবিদ্যার, শ্রমজীবী মানুষের কথা, রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির কথা উঠে আসে। আধুনিক ছোট গল্পকারদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বনফুলের আরো গল্প' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের উপহারে লিখেছিলেন -

"বর্তমান যুগে সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায়ী থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কাছে হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা, পরাগাছা, বনস্পতি সবকিছুতেই যে দৃষ্টি যে টান সে কৌতুকের দৃষ্টি। ...আগেকার সাহিত্য চোখ ভুলানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে, তাতেও যে রস আছে সে রস হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজ পড়ানো কনে দেখার মত করে প্রকৃতিকে দেখতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়; ...জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যই তাদের মূল্যবান করে দেখার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মত বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক।তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে-তোমাদের ভয় পাচ্ছে অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে ফেলো।"[১]

উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মনস্কের পরিচয় তাঁর ছোটগল্পগুলির পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসামান্য লেখনীর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ৭ জুন পূর্বতন পূর্ববাংলা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া থানার দাদা মশায়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কলারোয়া থানার চাঁদা গ্রামে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশের বহু হিন্দু তাদের জমিদারি বসতবাড়ি ভিটামাটি বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তপন বন্দোপাধ্যায় মাত্র তিন মাসের শিশু সেই সময় তাঁর ঠাকুরদা গরুর গাড়িতে করে সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে লেখকের বড় হওয়া অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করে বাদুড়িয়া লন্ডন মিশনারি স্কুল থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

লেখকের ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি প্রবল টান ছিল। তিনি সেই সময় থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কাকা সুজিত বন্দোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যে সংস্কৃত মনস্ক ব্যক্তি। তিনি লেখক কে সাহিত্য রচনায় অনবরত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগান। ১৯৭০ সালে বাদুড়িয়া লন্ডন মিশনারি হাই স্কুলের শিক্ষকতা চাকরি নিয়ে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন, কিন্তু গ্রামের শিক্ষক মশাইদের বেতন ঠিকঠাক না দেওয়ায় সংসারের অভাব অনটন দূর হয় না। এ সময় তিনি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দেন এবং সফল হন। ১৯৭২ সালে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কেরানীপদে যুক্ত হন। এরপর বহরমপুরে কালেক্টর শিক্ষা নবিশ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি জেলা শাসকের আদেশে ভগবানগোলায় বিডিও হিসেবে বদলি হন। বিভিন্ন জায়গায় বদলের সুবাদে নানান অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সময়কাল পর্যন্ত তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে সাংস্কৃতিক অধিকারে নিযুক্ত ছিলেন তখন একের পর এক পদোন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন, যেমন – 'কথাসাহিত্য উৎসব' সূচনা করেন, 'শিশু সাহিত্য উৎসব', 'জীবনানন্দের জন্মদিন পালন', 'রাজ্যস্তরের লোকসংস্কৃতি উৎসব' ১০০টি নাট্য দলকে নিয়ে নাট্যমেলার মতো অনুষ্ঠান। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী' ও 'শঙ্খ সমুদ্র' এই দুটি আত্মজীবনী গ্রন্থ এই সময়ের রচনা করেন।

উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য রচনা করার জন্য ১৯৯৩ সালে 'সাহিত্য সেতু', পুরস্কার, ১৯৯৫ সালের 'সোপান পুরস্কার', ১৯৯৭ সালে 'অমৃত লোক' পুরস্কার পান। 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্কিম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পুরস্কারে' ভূষিত হন। শিশু সাহিত্যিক রূপে বইমেলার মঞ্চে কিশোর ভারতী পত্রিকার পক্ষ থেকে 'দীনেশচন্দ্র স্মৃতি' পুরস্কার পান এছাড়াও আরো বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন।

অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী তপন বন্দোপাধ্যায় প্রায় ৩০০টির বেশি ছোট গল্প, ৩০টির বেশি উপন্যাস, কিশোর উপন্যাস ১০টি, রহস্য উপন্যাস ১৫/১৬টি, প্রবন্ধ ১০০টির বেশি রচনা করেছেন। তাঁর নিজস্ব বয়ান ছিল –

"ভালো মানুষ হওয়া, ভালো লেখক হওয়া।"[২]

১৯৮৩-৮৪ সালে তপন বন্দোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'ব্যভিচারিনি' ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা প্রসঙ্গে সাহিত্যিক অমর মিত্র একটি মন্তব্য করেন -

"জীবনানন্দের গল্প উপন্যাসে কবি জীবনানন্দের ছায়া গভীর। ...কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গল্প লিখতে শুরু করেন, তার সঙ্গে কবির কোন ছায়াই চোখে পড়েনি আমার। তিনি তার কবি সত্যকে আড়াল রেখেই গল্প লেখা শুরু করেন।"[৩]

সাহিত্য সম্ভারে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য রচনা এক বিরল অধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক প্রথাকে ভেঙ্গে এক নতুন রূপ সংযোজন করেছেন। তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, কীভাবে উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত হয় আর অন্যদিকে দেখা যায় সরকারি আধিকারিকরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কীভাবে নাস্তানাবুদ হন। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া, কর্তব্য পালন করা, সেই সম্পর্ক দেশের জনগণকে অবগত করানো যা বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে এই ধরনের সাহিত্যধারা প্রভাব যথেষ্ট।

গণতন্ত্রের যুগে আমলাতন্ত্রের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। সমাজের মানুষকে বিভিন্ন কাজের জন্য সরকারের অফিস আদালত কাছারি গুলিতে যেতে হয়। পঞ্চায়েত অফিসের বিভিন্ন কাজের সূত্রে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সচিব ও নেতাদের স্বার্থের কপালে পড়ে জর্জরিত হয়। ব্লক স্তরে বা মহকুমা স্তরে জেলা স্তরের বিভিন্ন কাজের শিথিলতা ও নিয়ম কানুনের জটিলতা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা নানান হয়রানের শিকার হন। নিরুপায় বঞ্চিত ব্যক্তি মানুষের অসহায়ের কথা উঠে এসেছে গল্প গুলোতে।

'ইয়োরস ফেথফুলি' গল্পে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৈএ সাহেব। চাকরির সূত্রে তিনি শ্রীবাস নামক অর্ডারলি পিয়নকে পান। মিত্র সাহেবের বন্ধু রায় সাহেবের বিবেকহীন অমানুষিক চাহিদা পূরণের জন্য শ্রীবাসকে ঝড় বৃষ্টির রাতে একের পর এক ফরমাস দিয়ে যায়। জঙ্গল অতিক্রম করে গ্রামে গিয়ে পুকুর থেকে রুই মাছ ধরে আনা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'রণক্ষেত্রের দুটি শিশু' গল্পে দেখা যায় রোড এক্সিডেন্ট হয়ে একটি শিশুর প্রাণহানি হয়। গাড়ির ধাক্কা খেয়ে প্রথম দিকে জ্ঞান থাকলেও সে দিকে গুরুত্ব না দিয়ে স্থানীয় নেতা নিজের প্রভাব জাহির করা জন্য রাস্তায় অবরোধ ডাকে, রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। উত্তপ্ত জনতার রোষে পুলিশ প্রশাসন ও সামাল দিতে পারে না, যে শিশুটিকে হসপিটালে নিয়ে গেলে তার জীবন বেঁচে যেত, সেই শিশুর জীবনের পরিবর্তে জরিমানাটাই যেন তাদের কাছে বেশি হয়ে উঠেছে। এছাড়াও 'অবরোধ', 'প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা', 'জেলাশাসকের বাংলো', 'আমলা', 'মুখ্যমন্ত্রী শোকবার্তা', 'আই.আর. ডি.পি.', 'ইন্দুর', 'স্বর্ণপদক', 'দখল', 'দেশ' গল্পগুলিতে মানুষের কথা, নেতা-মন্ত্রীর কথা আমলা দিকের প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে এসেছে। গোয়েন্দা কাহিনীতে ও তপন বন্দোপাধ্যায় এক অন্য মাত্রায় গল্পগুলি রচনা করেন। পূর্বে সাহিত্যিকরা গোয়েন্দা কাহিনীতে পুরুষ চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম কোন মহিলা চরিত্রকে গোয়েন্দা গল্পের প্রধান চরিত্র রূপে প্রতীকায়িত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন – নারীর পর্যবেক্ষণ শক্তি অনেক বেশি এই রকম ধারণা থেকে। এরপরেই তিনি 'বহে বিষ বাতাস' (১৯৯৬) নামে প্রথম গোয়েন্দা ধর্মী উপন্যাস রচনা করেন।

তিনি রবিবাসরীয়তে ধারাবাহিকভাবে লেখেন 'ধূসর মৃত্যুর মুখ' (১৯৯৭), 'নীলরক্ত নীলবিষ' (২০০৭)। বাষট্টি সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিকভাবে লেখেন দীর্ঘতম রহস্য গল্প '৭৭, সবুজ সরণি', (২০০৩)। গোয়েন্দা কাহিনীকে কীভাবে তপন বন্দোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব শৈলীতে নির্মাণ করেছেন।

হাস্যরস মূলত পান, উইট, আয়রনি, স্যাটায়ার, হিউমারের প্রয়োগ দেখা যায়। পান হল এক শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা। উইট এ থাকে বুদ্ধির দীপ্তি ভাব ও ভাষার স্বরস চাতুর্য। আয়রনিতে থাকে ব্যঙ্গক্তি ও ব্যঙ্গস্তুতি, নিন্দার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছলে প্রশংসা, প্রশংসার ছলে নিন্দা। স্যাটায়ারে থাকে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা, বিরূপ, উপহাস। হিউমার হল হাস্যরসের মধ্যে জীবনের দার্শনিকতা মিলেমিশে এক গভীর অনুভূতি। তপন বন্দোপাধ্যায়ের হাস্যরসের কাহিনী গুলিতে রয়েছে মধ্যবিত্তের যন্ত্রণার কথা। 'টেপ রেকর্ডার' গল্পে কচিরাম হালদার, 'হাড়িয়ার দেশের কবিতায়' প্রহ্লাদ হেমব্রম, 'বুমেরং' গল্পে রমলা ও 'প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা' গল্পে দুখু মুর্মুর জীবনের করুন কাহিনী এই গল্পগুলিতে হাস্যরসের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও 'টুপি', 'দন্তবর্গ', 'হাসপাতালের হাঁস', 'সাপ', 'শকট বৃত্তান্ত', 'স্বর্ণপদক' গল্পে তিনি স্যাটায়ার, হিউমার, উইট এর সার্থক প্রয়োগ করেছেন। আয়রনি ও পানের ব্যবহার তিনি একেবারেই করেননি। তিনি 'নির্বাচিত হাসির গল্প' গ্রন্থের মুখবন্ধনে বলেন - তিনি 'নির্বাচিত হাসির গল্প' গ্রন্থের মুখবন্ধনে বলেন -

এক দশকেরও বেশি আগে আমার প্রকাশিত শেষ গল্পের বইটি প্রচ্ছদে 'না হাসির গল্প' লেখায় সৃষ্ট হয়েছিল কৌতূহলের সেগুলো সবই স্যাটায়ার ধর্মী'।[৪] তিনি 'রাজ্যপালের অসুখ' গল্প লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, সেই গল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

"আশির দশকের মাঝামাঝি রাজ্যপালের অসুখ গল্প ও আচমকা লিখে ফেলার পর কিছু খ্যাতে হয়েছিল পাঠক মহলে। স্যাটায়ার লেখা সেই থেকেই শুরু।"[৫]

রাজ্যপাল তিন এই তিনটে মিটিং সেরে 'ছ গ্লাস জল খেয়ে শেষে দুপুরের মেনু চা পাতি আর ভেজিটেরিয়ান ঠিক মতো না হওয়ায় চাপাটি ছুরিতে ছুঁড়তে থাকলে ফুয়া বহুৎ থাকলে হুয়া বলতে এদিকং সাহেব রাজ্যপালের প্রেসার মাপার জন্য ব্যবস্থা করে ফেলে ডাক্তারকে ডাকা হলে ডাক্তার বলেন ডাক্তারকে তিনি বলেন ডোন্ট বহুৎ ডিস্টার্ব মি আই অ্যাম অফলি। টায়াইড এ নিয়ে এনে এডি সাহেব ডি এম এসপি মাথার টুপি খুলে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ডি এম এর অন্য সময় প্রবাল প্রতাপ গোটা জেলার কর্ণধার কিন্তু পুলিশ সুপারের এড়িয়ে যাওয়ার কথা শুনে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেলেন বললেন আমি কি করব এমপি নিজেই তো প্রোগ্রাম করে আমাকে দিলেন বলেছিলেন গভর্নরের সঙ্গে ওর কথা হয়ে গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ দেখতে চান রাজ্যপালের ন্যূনতম তাহলে এর কথা শুনে বা কি কর্মচারীদের ব্যস্ত হওয়ার কথা গল্পে দেখা যায় কে সুস্থ করার জন্য একের পর এক ডাক্তারকে আনা হয়। রাজ্যপালকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লি থেকে হেলিকপ্টার আনার ব্যবস্থা করা হয়। হেলিকপ্টার আনার জন্যে হেলিপ্যাড তৈরি করতে হয়।এই হেলিপ্যাড তৈরি করার জন্য ইট ও খড়ের প্রয়োজন। তার থেকেও বেশি প্রয়োজন একজন ইঞ্জিনিয়ার। গভীর রাতে ইঞ্জিনিয়ার আসতে না চাইলে তাকে কাকুতি মিনতি করে নিয়ে আনেন। শেষে হেলিপ্যাড তৈরি হয়ে গেল চাল-ভাঙ্গা খড়ে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সিগন্যাল দিচ্ছে ও.সি.। এমন সময় সকালে রাজ্যপালকে গল্পে দেখা যায় তিন দিনের প্রোগ্রামে আসেন রাজ্যপাল। প্রোগ্রামে ঠিক হয় রাজ্যপাল সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপে মিটিং সেরে কলকাতা ফিরে যাবেন। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য সবকিছু রেডি হয় তখন এটি কম কিছু বলার আগেই ডাক্তার মাত্রে এগিয়ে গেলেন স্যার তাবিয়াত ঠিক হে প্রত্তরের দিনে জানান জরুরী ঠিক হে আজ তুম আজ তো সাগরদ্বীপ জানা হে ডাক্তার মন্ত্রী রাজ্যপালকে চেকআপ করার কথা জানালে তিনি বলেন - 'চেকআপ করনা পড়েগা মুজকো নেহি নেহি মে বিলকুল ঠিক হু, অপ রেস্ট লিজিও। ডাক্তার মাত্রে আমি অনেক ওয়ার্ক পার জাউঙ্গা।'[৬]

নারীর আস্তিত্ব সংকটের কথা প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে তার অন্যতম গল্প 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা' গল্পে। গল্পে দেখা যায় একলব্য সুন্দরবন এলাকার ট্রলার চালক। সমুদ্রে মাছ ধরে এনে কলকাতার বাজার এ বিক্রি করে। একলব্যের খুব ইচ্ছা টাকা জমিয়ে সে একটা ব্রান্ড গড়বে। অন্যদিকে একলব্যের প্রেমিকা লবঙ্গর প্রতি মুহূর্তে ভয়। তার বাবা তাকে কলকাতাই রাইস মিল এর আধিকরতা অঘোর বৈরাগী হাতে তুলে দিতে চায়। লবঙ্গ বার বার একলব্যকে জানায় – 'তুমি কবে যাতিছ তাই বলো। বাপের গতিক ভাল নয় কিন্তুক!'[৭] লবঙ্গ নিজের অভাববোধ করছে তাই সে কখন বাবার আশ্রিতা আবার কখন স্বামীর। তার জীবনে বারে বারে আস্তিত্বের সংকটের সমুক্ষীন হয়। লবঙ্গর সতেরো বছর বয়স ও হইনি, সরকারি আইনে সে নাবালিকা। গল্পের শেষে দেখা একলব্য লবঙ্গ সঙ্গে দেখা করতে এলে লবঙ্গর ভাই জানায় – 'দিদি আনেক দিন হল কলকাতা দেখার বায়না করছিল বাপের কাছে। তা সেদিন বাপ বলল, একটা গাড়ি যাচ্ছে কলকাতায় চল, তোকে কলকেতে দেখিয়ে নিয়ে আসি। ভোর ভোর যাব, সন্ধে সন্ধে ফিরে আসব।'[৮] মনের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা না করেই তাকে কলকাতা শহর দেখানোর অজুহাতে অঘোর বৈরাগীর হাতে তুলে দেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম গল্প 'বিবমিষা' গল্পে দেখা যায় প্রত্যন্ত গ্রাম খড়গেড়িয়া কতিপয় শহুরে যুবকের আগমন ঘটে। শুকদেব নামক এক ব্যক্তির সহায়তায়। যার বাড়ি ঐ গ্রামেই। যুবকরা ঐ গ্রামে গিয়ে দেখে কীভাবে মদ তৈরি হয়। সাঁওতাল রামনী দের নৃত্য ও তাদের নাচ গান। তাদের সঙ্গে যুবক দের অবাধ মেলামেশা নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। গ্রাম থেকে ফেরার পথে দেখা যায় গ্রাম সম্পর্কে তাদের দারুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরার সময় বিলাস বলছে - '...আমি যা পেয়েছি তা তোরা স্বপ্নেও অনুমান করতে পারবি না।'[৯] এই গল্পেও দেখা যায় সাঁওতাল নারী দের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। বাইরের থেকে মানুষ গিয়ে তাদের সরলতার অপপ্রয়োগ ঘটাছে। তাদের টি.বি. রোগ হলেও তা নির্মূল করার কারো কোন প্রচেষ্টা নেই। সেখানে সাঁওতাল রমনীদের সঙ্গে শহুরে পুরুষের মেলামেশা যেন একটি ভিন্ন পরিস্থিতি রং দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে।

সভ্যতা আদি লগ্ন থেকে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে আর্যদের আধিপত্য বিস্তার এবং অনার্য মুন্ডা, শবর, কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি নিম্ন শ্রেণীর রূপে আস্তিত্বের লড়াই করে আসছে। এইসব জাতির নারীদের কথা আধুনিক সাহিত্যে নানান ভাবে চর্চিত। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সাঁওতাল জনজাতির পাশাপাশি সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরপ্রতিম, কাকদ্বীপ, গদামথুরার ঘাটের, নিম্নবর্গীয় মানুষদের কঠিন জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'বিবিমিষা' গল্পে দেখা যায়।

তাঁর 'রূপের হাট' গল্পে দেখা যায় বৃতি ও ধৃতি দুই বোন ঋতমদের বাড়িতে ভাড়াটে আসে। ঋতম দশ হাজার টাকার ভাড়াটিয়া দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপনের সাঁইত্রিশ খানা খাম পোস্ট কার্ডের মধ্যে একটি খাম নির্বাচন করে সেই। সেই পরিবারের সদস্য বলতে তিনজন মা ও অবিবাহিত দুই মেয়ে। বৃতি ও ধৃতি দেখতে খুবই সুন্দর। দুই বোন পড়াশুনায় খুবই ভাল। কিন্তু তারা কেউ চাকরি না করে ব্রেবোন বোর্ড এ একটা কনসালটেন্সি ফার্ম খুলেছে। রীতিমতো শিক্ষিত মার্জিত ব্যবহার আচার আচরণে এমন আভিজাত্য যা প্রশংসার যোগ্য। পাড়ার লোকের কাছে যা ঈর্ষানীয়। বৃতি ও ধৃতির কাছে "মেয়ে দুটি রোজই খাওয়ার পর বেরিয়ে যায় তাদের নিজস্ব অফিসে, ফেরে সন্ধ্যে পেরিয়ে। কিন্তু তখনও তাদের ব্যস্ততা কমে না। এসেই রাত দশটা–এগারোটা পর্যন্ত তাদের ফ্ল্যাটের ব্রাঞ্চ অফিসে কাজকর্ম চালায়। কখনও কখনও গভীর রাত পর্যন্ত চলে কাজকর্ম। প্রায় রোজই নানান কোম্পানির লোকজন আসে তাদের কাছে। কখনও দামি দামি গাড়ি, কখনও প্রকাণ্ড আকারের মোটর বাইক দাড়িয়ে থাকে বাড়ির সামনে। যারা আসে তারা প্রায় সবাই বেশ বড়োলোক, ব্যস্ত সমস্ত মানুষ।"[১০]

কখনো সিরিয়ালের কথা বলছে আবার কখনো বিদেশী জিনিস ইমপোট করার কথা বলে বাড়ির মালিক বৈশালীকে। তাদের কাছে ক্রমশ ভি আই পি থেকে ভি ভি আই পি মানুষদের আসাযাওয়া চলছে। কিন্তু গল্পের মধ্যেও দেখা যায় বৃতি ও ধৃতি তাদের পেশাকে ক্রমশ গোপন করার চেষ্টা করছে। গল্পের শেষে দেখা যায় ঋতমের বন্ধু ব্রতিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে জানায় বৃতি ও ধৃতি তাদের পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা চালায় তার বাড়ীতে তার জেরেই পাড়ায় এত লোকের আগমন।

ঋতম আরও অবাক হয়ে পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে দেখল অ্যাডটা। বারদুয়েক পড়েও কিছু উদ্ধার করতে না পেরে ব্রতিনকে বলল, হঠাৎ এই বিজ্ঞাচালিতপড়তে বললি কেন? তোর কি আজকাল এইসব গুন হয়েছে নাকি? ব্রতিন হা হা করে হেসে বলল –

"আমার আশা খুব বড়। এত ছোট আশা নিয়ে কি করব। পোষাবে না... আমি এই টেলিফোন নম্বরে ফোন করেছিলাম একটু আগে, তাতে উত্তর পেলাম পঞ্চাশ হাজারের নীচে হবে না।"[১১]

গল্পে দেখা যায় এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর রক্ষিতা ছিলেন লাবণ্যময়ী। তারপর বিখ্যাত পাড়ায় দুই মেয়ে বড় হলে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসাটি খুলে বসেছেন।

বিশ্বায়নের যুগেও দেখা যায় তিনটি প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর অস্তিতের সংকট দেখা যাচ্ছে। নারীর তথাকথিত 'প্রাচীন ব্যবসা' চালাচ্ছে কিন্তু তাদের নিজের কোনো পরিচয় নয়। সেই নারীর কাছে বড় বড় বিজনেস ম্যানরা যাচ্ছে টাকার বিনিময়ে। তারা নিজেদের ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান কাজের অজুহাত দিয়ে বাড়ির মালিকের কাছে থাকছে। কিন্তু তাদের আসল পেশার কথা জানাতে পারছে না। মেয়েরা বর্তমান যুগেও যে পুরুষতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা গল্পে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোঝা যাচ্ছে। তারা এখনো তাদের স্বাধীনতার কথা, যৌনতার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছে না। গল্পেও দেখা যায় তারা ভদ্র পাড়ায় ঐ ব্যবসা শুরু করেছে। যেখানে তাদের বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতির সন্মুখিন হতে হচ্ছে। গল্পে দেখা যায় বৃতি ও ধৃতি শহরের কল গার্ল। তাদেরও নিজের একটা জায়গায়, নিজের ঘরের, নিজেদের অস্তিতের টানা পোড়ানে পড়তে হচ্ছে।

তিনটি গল্পে দেখানো হয়েছে একবিংশ শতকের যুগেও গ্রাম, শহর ও মফঃস্বল এলাকায় কীভাবে এখনো নারীরা নানা টানাপোড়ানের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় – নারীকে আপনার ভাগ্য জয় করিবার কেহ নাহি দিবে অধিকার। বর্তমান যুগেও দেখা যাচ্ছে নারীরা নিজের ভাগ্য জয় করতে কোথাও না টিকিয়ে রাখার জন্য অদম্য লড়াই করে চলেছে। কোথাও বিপর্যস্ত হচ্ছে।

সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু সাহিত্য, গোয়েন্দা কাহিনী, প্রবন্ধ সাহিত্যে নারী প্রসঙ্গ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখায় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঈর্ষা-স্বার্থপরতা কীভাবে সমাজের নারীর জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে তার কথা দেখা যায়। উচ্চপদস্থ আধিকারিকের জীবনের সংকট রেখে কর্তব্য সম্পাদনের কাজে লিপ্ত থাকেন। উত্তপ্ত জনতার রোষ, গভীর জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরনো বাংলো থাকা, নেতা মন্ত্রীদের কবলে পড়ে কীভাবে পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া হয় সেই কথাগুলি তাঁর গল্প উপন্যাসে উঠে এসেছে। হাস্যরসের মাধ্যমে যন্ত্রণার কথা, বেদনার কথা গল্পগুলিতে ও নারী দের আত্মকথা রয়েছে। তিনি মানুষকে মাকড়সার উর্ণনাভ থেকে বেরিয়ে এনে পৃথিবীর জগতকে বাইরের জগতকে জানাতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে গল্পের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসে আগামীর পথকে মসৃণ বাণীভঙ্গীর নৈপুণ্যে, মনঃসমীক্ষণে, ব্যঞ্জনায় ছোটগল্পের যথার্থ শরীক হয়ে উঠেছে। রাসসুন্দরীজাব দাসী লেখা আত্মজীবন 'আমার জীবন' পড়ার পর যদি একবিংশ শতকে নারী অবস্থান নির্ণয় করার প্রয়াস করলে দেখা যাবে নারীর আস্তিত্ব নিয়ে বার বার প্রশ্ন থেকেই যাবে।

Reference:

১. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭, পৃ. ৫৩৬
২. বৈদ্য, মাম্পি, *তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : আখ্যান তত্ত্ব নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে*, একুশ শতক, ২০১৮, পৃ. ৪৫
৩. মজুমদার, সমীরণ, *অমৃতলোক : ৮৭*, অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা ৯, ২০০০, পৃ. ২১১
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *নির্বাচিত হাসির গল্প*, আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা ৪৯, ২০০১, পৃ. ১৮
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *নির্বাচিত হাসির গল্প*, আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা ৪৯, ২০০১, পৃ. ১৮
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৬
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২২
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৮১
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৫
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৯

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র (১)*, করুণা প্রকাশনী, ২০২২
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 226 - 232
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *গল্পসমগ্র*, করুণা প্রকাশনী, ২০০২
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *নির্বাচিত হাসির গল্প*, আরুণি পাবলিকেশন, কলকাতা ৪৯, ২০০১

সহায়ক গ্রন্থ :

বৈদ্য, মাম্পি, *তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাস: আখ্যানতত্ত্ব ও নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে*, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৮
ভট্টাচার্য, তপোধীর, *ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (উত্তরার্ধ)*। দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭, শ্রাবণ ১৪২৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সাহিত্য চলচ্চিত্র এবং...*, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭, ২০১০
সরকার, প্রণব, *সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি*, পদ্মনাভ ইম্প্রেশন, কলকাতা-৯, ২০১০
মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, *কালের প্রতিমা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১০
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পঞ্চম খণ্ড*, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭
মণ্ডল, তপন, দীপঙ্কর মল্লিক, এবং তাপস পাল, *বাংলা সাহিত্য দেশ কাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে (নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন)*, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, দিয়া পাবলিকেশন, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রী কুমার, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭
চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬-১৭

পত্র-পত্রিকা :

মজুমদার, সমীরণ, 'অমৃতলোক: ৮৭', *অক্ষর বিন্যাস*, কলকাতা-৯, ২০০০